ঘটনা সমীক্ষা প্রতিবেদন

জীবিকার বৈচিত্রায়ন গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জে মুরগী পালন কার্যক্রম

সারসংক্ষেপঃ

বর্তমান সমীক্ষা গবেষণা প্রতিবেদনটি “রিজল্ভ” প্রকল্পের আওতায় একটি নিয়মিত প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটি প্রকল্পের ভেড়া ও মুরগী পালন কার্যক্রম এর উপর ভিত্তি করে রচিত। বস্তুতঃ পরীক্ষা মূলক এক বৎসর সময়কালীন ভেড়া ও মুরগী পালন বিষয়ক নিরুপন। গবেষণাটির মাধ্যমে মডেল দুটির বর্তমান অবস্থা, লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণ এবং সুবিধাভোগী কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থা উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে সুবিধাভোগী কৃষকেরা জীবিকার বৈচিত্রায়ন, উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন ও খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যাপক আগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

গবেষণা পটভূমিঃ

ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশের আবস্থান এমন একটি অঞ্চলে, যেখানে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ক্ষরা, নদী ভাঙন ইত্যাদি দুর্যোগ নিয়মিত ঘাটনা। আর এর সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা। বিশ্বব্যাংক (২০১০) এর মতে- বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলো ৭০-৮০ শতাংশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব ধারন করে। যার বিরুপ প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবিকা, দারিদ্রতা, বেকারত্ব, খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ের উপরও। উপরোল্লিখিত সমস্যার আলোকে “রিজল্ভ” Regenerative Agriculture and Sustainable Livelihood for Vulnerable Ecosystems (RESOLVE) প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জে ভেড়া ও মুরগী পালন কার্যক্রম নামে দুটি মডেল চর্চা হচ্ছে। গাইবান্ধায় ভেড়া এবং সিরাজগঞ্জে ভেড়া ও মুরগি পালন স্থানীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে “জি.ইউ.কে.” এবং “জি.কে.এস.” এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান গবেষণাটির উদ্দেশ্য সমূহ হল-

ক। খাদ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিচারে সুবিধাভোগী কৃষকদের আর্থসামাজিক পরিবর্তন খুঁজে দেখা।
খ। আর্থনৈতিক ভাবে মডেল দুটি কতটা যৌক্তিক তা লাভক্ষতি নিরুপনের মাধ্যমে প্রকাশ করা।
গ। জলবায়ু পরিববর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর লক্ষে নারী উদ্যোগতা সৃষ্টি করা এবং
ঘ। মডেল দুটির আন্তরায় খুঁজে বের করা এবং সেই আনুযায়ী সুপারিশ প্রদান করা।

গবেষণা পদ্ধতিঃ

গবেষণাটি পুরোপুরি মাঠ জরিপ এবং মাঠ পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত উৎস হিসেবে প্রশ্নমালা জরিপ, দলগত আলোচনা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণাটি মোট ৩৬ জন সুবিধাভোগী কৃষক এর উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, যেখানে ২৪ জন ভেড়া পালন এর সাথে এবং ১২ জন মুরগী পালন এর সাথে জরিত।

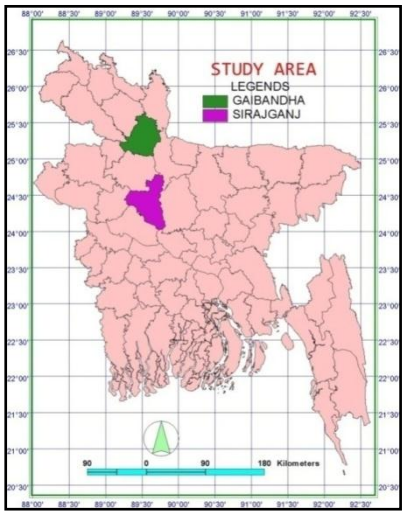

গবেষণা এলাকাঃ

বর্তমান গবেষণা এলাকা গাইবান্ধা গেলার সুন্দরগঞ্জ এবং সিরাজগঞ্জের কাজিপুর থানা। এলাকা দুটি অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাতপদ। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ক্ষরা ও নদী ভাঙন এখানকার নিয়মিত ঘটনা।

জীবিকার বৈচিত্রায়ন দৃষ্টিভঙ্গিঃ

জীবিকার বৈচিত্রায়ন দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান সময়ে নীতি নির্ধারণের অন্যতম প্রধান বিষয় হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির একটিমাত্র জীবিকার উৎসের উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন উৎসের উপর নির্ভর করাকে বুঝায়। এক্ষেত্রে খামার অন্তরভুক্ত বা খামার-বহির্ভূত উৎস যে কোনোটাই হতে পারে। জীবিকার বৈচিত্রায়ন একদিকে যেমন জীবিকার জন্য আতিরিক্ত আর্থের জগান দেয়, তেমনি ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে জীবিকার টেকসহিতা নিশ্চিত করে।

উদ্ভাবনী মডেল সমুহঃ

ক. মডেল-১ ভেড়া পালনঃ

এই মডেল এর মাধ্যমে "জি.ইউ.কে." এবং "জি.কে.এস." নিজ নিজ এলাকায় (১২ +১২) ২৪ জনকে ভেড়া প্রদান করে। মূল লক্ষ্য হল বিকল্প কর্মসংস্থান এর মাধ্যমে জীবিকার উন্নয়ন সাধন, বৈচিত্রায়ন ইত্যাদি।

খ. মডেল-২ মুরগী পালনঃ

এই মডেল এর মাধ্যমে "জি.কে.এস." নিজ এলাকায় ১২ জনকে মুরগী প্রদান করে। মূল লক্ষ্য হল বিকল্প কর্মসংস্থান এর মাধ্যমে জীবিকার উন্নয়ন সাধন, বৈচিত্রায়ন ইত্যাদি।

গবেষণা ফলাফলঃ

সমীক্ষার মাধ্যমে যে সকল ক্ষেত্রে মডেল দুটি সাফলতা লাভ করেছে তা হল

ক) জীবিকার বৈচিত্রায়ন ঘটানো
খ) উপার্যন ক্ষমতা বাড়ানো
গ) দারিদ্রতা বিমোচন
ঘ) নারীর ক্ষমতায়ন
ঙ) খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন
চ) জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো
ছ) গোষ্ঠীগত সচেতনতা বাড়ানো
জ) স্থানীয় অর্থনীতি টেকসইকরন ইত্যাদি

সমীক্ষা গল্প-১

সুবিধাভোগী কৃষকের নামঃ মোছাঃ নাজমা বেগম
বায়সঃ ৩৫ বছর

মোছাঃ নাজমা বেগমের বাড়ি গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ থানার চ্যাংমারি গ্রামে। তিনি ভেড়া পালন কার্যক্রম এর একজন সফল বাক্তি। তার স্বামী শফি মিয়া একজন দিনমজুর, যিনি বছরের আদিকাংশ সময়ই বাইরে কাজের সান্ধানে থাকেন। ছয় মাস আগে নাজমা এই মডেলে যুক্ত হন এবং এখন তিনি এর সুবিধা পেয়ে খুশি। "আগে তিন বেলে খাইবার পারতাম না। পোলা পাইনগুলা বই, খাতার অভাবে স্কুলে যাইবার পারত না। কিন্তু আহন আমি এই ভেড়া পাইলা সংসার ভালই চালাইতে পারতাছি" -বলেন নাজমা। তার মতে অন্যরাও এর মাধ্যমে সংসারে উন্নতি করতে পারেন।

সমীক্ষা গল্প-২

সুবিধাভোগী কৃষকের নামঃ মোছাঃ সোহাগী বেগম
বায়সঃ ৬৫ বছর

মোছাঃ সোহাগী বেগমের বাড়ি সিরাজগঞ্জের কাজিপুর থানার বিশুরিগাছা গ্রামে। মোছাঃ সোহাগী মুরগ পালন কার্যক্রম এর সাথে জড়িত । বিবাহের কয়েক বছর পরই তিনি তার স্বামীকে হারান। অভাবের সংসারে একমাত্র মেয়ে কে নিয়ে জীবন সাংগ্রামে নামেন। পরবর্তীতে মেয়ের বিয়ের পর তিনি একাকী বসবাস সুরু করেন। গত ছয় মাস আগে তিনি জি.কে.এস. থেকে ৫ টি মুরগী পান। মোছাঃ সোহাগী, যিনি সোহাগী নানি নামেই বেশি পরিচিত জানান, "আমার কোন উপার্জনের মানুষ নাই। এই মুরগী পাইলাই জীবন চালাই" । সারেজমিনে দেখা গেল তার খামারে এখন ২২ টি মুরগী আছে। এছাড়া আরও ১২ টি বাচ্চা ডিম ফুটে বেরনের অপেক্ষায়। সোহাগী বলেম আমার দেখা দেখি অনেকেই এখন মুরগী পালনে আগ্রহী হচ্ছে।

লাভ ক্ষতির তুলনামুলক চিত্রঃ

ভেড়া পালন কার্যক্রমের লাভ ক্ষতি চিত্র। (এটি গাইবান্ধার জাহানারা বেগম এর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে)

আয়ের ধরন	লাভ (টাকায়)	খরচের ধরন	খরচ (হিসাব মূল্যে)	খরচ (বর্তমান মূল্যে)	নিট লাভ/ক্ষতি (হিসাব মূল্যে)	নিট লাভ/ক্ষতি (বর্তমান মূল্যে)
ভেরা বিক্রি করে (২)	২৮০০	ভেরা ক্রয়ে (৫)	৯০০	-	৪০০ (লাভ)	২৫২ (ক্ষতি)
বিদ্যমান ভেড়া (৭)	১০৫০০	ভেরার ঘর তৈরি	৩০০০	-		
		খাদ্য বাবদ	৫০০	-		
		রোগ প্রতিশেধকে	৪০০	-		
মোট	১৩৩০০		১২৯০০	১৩৬৫২		

*খরচ বর্তমান মূল্যে নির্ধারিত সুত্রের আলোকে=$R\times(1+i)^t$

এখানে R=১২০০ (খরচ হিসাব মূল্যে) i=১২শতাংশ (জাতীয় সুদের হার ৫ শতাংশ হারে ধারা হয়েছে), t= সময় (.৫ বছর বা ৬ মাস) । এখানে দেখা যাচ্ছে নিট লাভ/ক্ষতি (হিসাব মূল্যে) ৪০০ যা নিট লাভ/ক্ষতি (বর্তমান মূল্যে) ২৫২ টাকার তুলনায় কম, ফলে এটি প্রাথমিক ভাবে হিসাব ক্ষতি হলেও তাদের বর্তমান মূল্যে তা ঠিকই লাভ হবে।

মুরগী পালন কারজক্রমের লাভ ক্ষতি চিত্র। (এটি সিরাজগঞ্জের সালেহা বেগম এর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে)

আয়ের ধরন	লাভ (টাকায়)	খরচের ধরন	খরচ (হিসাব মূল্যে)	খরচ (বর্তমান মূল্যে)	নিট লাভ/ক্ষতি (হিসাব মূল্যে)	নিট লাভ/ক্ষতি (বর্তমান মূল্যে)
নিজে খেয়ে	২৫০০	মুরগী ক্রয়ে (৫)	২০০০	-	৬৬৫০ (লাভ)	৬২১৩ (লাভ)
মুরগী বিক্রি করে	১০৫০০	মুরগী ঘর তৈরি	৩০০০	-		
বিদ্যমান মুরগী	১৫০	খাদ্য বাবদ	২০০০	-		
ডিম বিক্রি করে	১০০০	রোগ প্রতিশেধকে	৫০০	-		
মোট	১৪১৫০		৭৫০০	৭৯৩৭		

*খরচ বর্তমান মূলে নিরধারিত সুত্রের আলোকে=$R\times(1+i)^t$

এখানে R=৭৫০০(খারচ হিসাব মূল্যে), i=১২শতাংশ (জাতীয় সুদের হার ৫ শতাংশ হারে ধারা হয়েছে), t= সময় (.৫ বছর বা ৬ মাস) । এখানে দেখা যাচ্ছে নিট লাভ/ক্ষতি (হিসাব মূল্যে) ৬৬৫০ যা নিট লাভ/ক্ষতি (বর্তমান মূল্যে) ৬২১৩ টাকার তুলনায় বেশি, ফলে এটি ঠিকই লাভ হচ্ছে।

মডেল আগ্রসরে আন্তরায়সমুহঃ

১) দুর্গম এলাকা
২) সনাতন ধারনা পোষণ
৩) প্রথাগত চর্চা
৪) প্রকল্প সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি

সুপারিশমালাঃ

১) মাঠ সমন্নয় বৃদ্ধি
২) নিয়মিত পশু চিকিৎসক দেওয়া
৩) সুবিধাভোগীদের মতামত কে প্রাধান্য দেওয়া
৪) পশু খাদ্যের বিকল্প উৎস বের করা (বর্ষা মৌসুমে)
৫) সঠিক বাজার ব্যাবস্থা বের করা ইত্যাদি

উপসংহারঃ

বর্তমান মডেল দুটি এর লক্ষ্য পুরণে অনেকখানি এগিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু আন্তরায় সৃষ্টি হলেও মাঠ পর্যায়ে এর গ্রহণযোগ্যতা এবং সুফলতা আশানরুপ। বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে তড়িৎ পদক্ষেপ নেওয়া গেলে মডেল দুটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হবে বলে প্রতিয়মান হচ্ছে।